ঈমানী মণিমুক্তা

ড. মুহাম্মাদ ইউসরী

অনুবাদ: ড. মো: আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা	০৭
সম্পাদকের কথা	০৯
ভূমিকা	১১
প্রথম অধ্যায়: মৌলিক নীতিমালা ও তার ভূমিকাসমূহ	**১৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ: ঈমানের মৌলিক নীতিমালা ও তার ভূমিকাসমূহ	১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলাম ও মুসলিমগণের ফযীলত বা মর্যাদা	২০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও তাদের বৈশিষ্ট্য	২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈমানের প্রকৃত রূপ ও তার মূল উপাদানসমূহ	**৩৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ: ঈমানের প্রকৃত রূপ ও তার মূল উপাদানসমূহ	৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক	৪০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ঈমানের স্তরসমূহ	৪১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ঈমানের মধ্যে ইস্তিসনা বা শর্তারোপ করা	৪৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির বিধান	৪৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: কিবলার অনুসারীর ব্যাপারে বিধান	৪৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ: ঈমানের শ্রেণিবিভাগ ও তাওহীদের প্রকারভেদ	৪৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দলীলসমূহ	৫২
নবম পরিচ্ছেদ: রব্বের গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর ঈমান	৫৬
দশম পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির ওপর ঈমান	৫৯
একাদশ পরিচ্ছেদ: আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতি	৬১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: আল্লাহর মহান গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতি	৬৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির প্রতি ঈমানের ফলাফল	৬৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: এককভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য 'উলুহিয়্যাত, তথা মা'বুদের গুণাবলি সাব্যস্ত করা	৭০
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: 'উলুহিয়্যাত' তথা আল্লাহকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে ঈমান আনয়নের ফলাফল	৭৫
ষোড়শ পরিচ্ছেদ: ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান	৭৭
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ: জিন্ন জাতির অস্তিত্বের ওপর ঈমান	৮০
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ: আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান	৮১
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ: রাসূলগণের ওপর ঈমান	৮৪
একবিংশ পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও অধিকারসমূহ	৮৯

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ: শেষ দিবসের ওপর ঈমান	৯২
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ: তাকদীর ও ফয়সালার ওপর ঈমান	১০১
তাকদীরের প্রতি ঈমানের চারটি স্তর	১০১
তৃতীয় অধ্যায় : ঈমান বিনষ্টকারী ও হ্রাসকারী বিষয়সমূহ	**১১১**
প্রথম পরিচ্ছেদ: কুফরের অর্থ ও প্রকারভেদ	১১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শরী'আতের বিধান প্রয়োগ করার নীতিমালা	১১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের প্রকার ও শ্রেণিবিভাগ	১১৮
ঈমান বিনষ্টকারী আরও কতগুলো বিষয়	১২৫
ঈমান বিনষ্টকারী মতবিরোধপূর্ণ কিছু বিষয়	১২৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ঈমান হ্রাসকারী বা ঘাটতিকারক বিষয়সমূহ	১২৮
উদাহরণস্বরূপ ঈমান হ্রাসকারী কিছু বিষয়	১৩০
চতুর্থ অধ্যায় : বিবিধ মাসআলা	**১৩১**
প্রথম পরিচ্ছেদ: আলে বাইত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আকীদা	১৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাতের আকীদা	১৩৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আলেমগণের প্রতি করণীয় আবশ্যকীয় কর্তব্য	১৩৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: শাসক	১৩৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: বিদ'আত ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে অভিমত	১৪৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: বিদ'আতের অনুসারীদের সাথে আচার-ব্যবহার	১৪৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ: আল্লাহর দিকে আহ্বান, সৎ কাজের নির্দেশ ও জিহাদ	১৫১
অষ্টম পরিচ্ছেদ: ঐক্য ও সংহতি কামনা করা এবং বিভেদ ও অনৈক্যকে প্রত্যাখ্যান করা	১৫৪
উপসংহার	**১৫৭**

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম আকৃতিতে এবং তাদের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল, আর নাযিল করেছেন কুরআনুল কারীমসহ আরও কতগুলো কিতাব ও সহীফা। সালাত ও সালাম নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আমরা ঈমানকে সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্য পেয়েছি ঈমানের মৌলিক নীতিমালা সংক্রান্ত একগুচ্ছ মণিমুক্তা।

আকীদা-বিশ্বাসকে শুদ্ধ করা এবং ইবাদতকে সুন্দর করা প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ব্যতিক্রম করার কোনো সুযোগ নেই। ড. মুহাম্মাদ ইউসরী রচিত (دُرَّةُ الْبَيَانِ فِي أُصُولِ الْإِيمَانِ) দুররাতুল বায়ান ফী উসূলিল ঈমান (ঈমানী নীতিমালার মণিমুক্তা) নামক গ্রন্থের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ'র দলীল-প্রমাণ দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঈমানের মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়সমূহ, ঈমানের প্রকৃত রূপ ও তার মূল উপাদানসমূহ এবং ঈমান বিনষ্টকারী ও হ্রাসকারী বিষয়সমূহসহ আকীদা বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছেন।

আমি অধম লেখকের আরবীতে লেখা বক্তব্যগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোনো পাঠকের নজরে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে কর্তৃপক্ষকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান রব্বের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাইদেরসহ আমাদের সকলকে উপকৃত করেন। আমরা যারা যেভাবেই হোক এর সাথে সংশ্লিষ্ট আছি সকলকে যেন মহান মনীব ক্ষমা করে দেন এবং পরকালে আমাদের জন্য নাজাতের উপলক্ষ বানিয়ে দেন। আমীন!

ড. মো: আমিনুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া কামিল মাদরাসা,
লাকসাম, কুমিল্লা।

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর যাবতীয় হামদ যিনি আমাদেরকে তাঁর দীনের দিশা দিয়েছেন। তাঁর অগণিত অসংখ্য নিয়ামতে পূর্ণ করে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে দীন ইসলামের নিয়ামত।

মহান আল্লাহর আরও হামদ প্রকাশ করছি যিনি আমাদেরকে দীনকে জানার তৌফিক দিয়েছেন। বস্তুত দীনকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে দীনের সংবাদ ও দীনের আদেশ উভয় দিক সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে আকীদা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শরী'আহ। আকীদা ও শরী'আহ মিলেই পূর্ণ দীন। আকীদা ও ঈমান দু'টি কাছাকাছি শব্দ। উভয়টি দ্বারাই গায়েবী বিষয়ে প্রদত্ত সংবাদসমূহ মেনে নেয়াকে বুঝানো হয়।

মুসলিম হতে হলে প্রথমেই এ আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করতে হবে, তারপর শরী'আত মেনে চলতে হবে। জানা কথা যে, আকীদার মূলনীতিসমূহ আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম-গুণ, কর্ম ও অধিকারকে ঘিরে আবর্তিত। আমাদের সালাফে সালেহীন আকীদার বিষয়টি যথাযথভাবে সুদৃঢ় করে বর্ণনা করে গেছেন। যেখানে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই। এ ব্যাপারে তারা শত শত গ্রন্থও রচনা করেছেন। সকল গ্রন্থ পড়ে এসব মূলনীতি জমা করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত।

তাই আকীদা ও মানহাজ বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ মতন বা মূলভাষ্যের সমন্বিত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করে থাকবেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি এ বিষয়ের অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আল্লাহর কাছে দো'আ করছি, তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে কবুল করেন। এ গ্রন্থের অনুবাদককেও কবুল করেন। তাছাড়া এ গ্রন্থের সম্পাদক হিসেবে

আমি ও আমার অন্যান্য সকল গ্রন্থ, অনুবাদ, সম্পাদনাকে কবুল করে এগুলোকে আমার নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে দীন ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং ঈমান দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন; আর যিনি আমাদের কুরআন দ্বারা হিদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদেরকে করেছেন এমন এক শ্রেষ্ঠ জাতির অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পাঠনো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণার্থে। দরূদ ও সালাম জগতসমূহের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের প্রতি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অবধারিত হোক তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের প্রতি, তাবে'ঈগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে বা যারা তাঁদেরকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবে তাঁদের প্রতিও আল্লাহর সন্তুষ্টি অবধারিত হোক।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের বিষয়টি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর একমাত্র তাঁর ইবাদত করার বিষয়টি হলো রিসালাতের মূল বিষয়; আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ তথা একত্বে বিশ্বাস করাটা হলো সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় কাজ এবং প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর তার (তাওহীদের) দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজটি মহান নৈকট্যপূর্ণ কাজ, যাকে আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলগণের প্রধান কাজ ও মিশন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾

[الانبياء: ٢٥]

"আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে আমরা

এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫] সুতরাং এটা হলো সর্বোত্তম আমল এবং তার ইলম (জ্ঞান) হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইলম।

আর আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বিশেষ দয়া করেছেন "ত্বারিকুল হিদায়াত" (হিদায়াতের পথ) নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে, যাকে আকীদা বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের প্রবেশপথ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা তার পথকে মসৃণ করে, অনুসন্ধানীর জন্য তার দলীলকে প্রতিষ্ঠিত করে, পরিষ্কারভাবে তার ফলাফল বলে দেয় এবং তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও অনেক সুন্দর। আর তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ইসলামের ইলমসমূহের সাথে তার মজবুত সংযুক্তি ও সম্পর্ক। আবার ব্যাখ্যা করে তার শাখা-প্রশাখা ও মাসআলাসমূহকে। আর তা পরিচয় করিয়ে দেয় গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্রসমূকে। অতঃপর আমি "আল-মুবতাদে'আহ" (বিদ'আতপন্থী) শিরোনামে দ্বিতীয় গ্রন্থটি রচনা করি, যা তাদের কর্মকাণ্ডসমূহ থেকে সতর্ক করে এবং তরুণ সমাজকে তাদের নোংরা কর্মসূচি বা কর্ম-পদ্ধতিকে না করে; আর তাদের মধ্য থেকে ন্যায় ও ইনসাফপন্থী লোকজনের অবস্থানকে অলঙ্কৃত করে। আর যখন আমি "আল-ওয়াসীক্বাতু ফী 'আকায়েদে আহলিস সুন্নাহ" (আহলে সুন্নাহ'র আকীদাসমূহের নির্ভরযোগ্য দলীল) নামক গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় গ্রন্থটি প্রণয়নের জন্য প্রস্তুত হই এবং অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য ও সমসাময়িক আকীদার কিতাব ব্যাপক ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে অধ্যয়ন করি, ঠিক তখনই আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে কখনও তাওহীদের মাসআলাগুলোর ব্যাপকতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কিছু বিশেষ পর্যবেক্ষণ, আবার কখনও কখনও স্পষ্ট হয়ে উঠে তার (সেসব গ্রন্থের) বক্তব্য ও উপস্থাপন পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির।

আর বিষয়টি যখন এমন অবস্থায় দাঁড়ালো, ঠিক তখনই আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে কামনা করলাম এমন কতগুলো পাতা বা পৃষ্ঠা রচনা করার, যেগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে ঈমানের মূলনীতি ও আকীদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, যাতে থাকবে ঐসব বিষয়ে সাবধানী সতর্কবার্তা, যেগুলো ঈমান-আকীদাকে বিনষ্ট করে অথবা তাতে কমতি বা ঘাটতি সৃষ্টি করে;

এগুলো আরও শামিল করে এমন কতগুলো ইশারা-ইঙ্গিত, যার দ্বারা এ আধুনিক যুগে সৃষ্ট সমস্যা, মাসআলা-মাসায়েল ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে একত্রিত করবে। তা রচনার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে নজর দিয়েছি হেঁয়ালিপূর্ণ বা অস্পষ্ট কথাবার্তা পরিহার করে সংক্ষেপ করার দিকে এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেছি বক্তব্যগুলোকে পরিমার্জিত করার। তবে একথা পরিষ্কার যে, এ ক্ষেত্রে আমি হলাম অনুজ এবং এ ময়দানে অগ্রজরাই হলেন শ্রেষ্ঠত্বের হকদার।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ অধম বান্দার ওপর তাঁর নি'আমতকে পরিপূর্ণ করলেন এবং তার জন্য এমন সব উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিলেন, যা তার সক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে; কেননা রচিত এই পাতাগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছেন একদল বিশিষ্ট আলেম ও মেধাবী ছাত্রবৃন্দ এবং তাঁরা তা পরিমার্জন, সংশোধন ও রিভিউ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাদের প্রতি রয়েছে আমার পক্ষ থেকে তাদের উত্তম কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আর আমি এ গ্রন্থটির নামকরণ করেছি دُرَّةُ الْبَيَانِ فِيْ أُصُوْلِ الْإِيْمَانِ (ঈমানী নীতিমালার মণিমুক্তা)। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তা ভালোভাবে কবুল করে নেন, আর তিনিই হলেন চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্খার সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল; আর সহজ ব্যাখ্যাকরণে তিনিই হলেন আমার একমাত্র সাহায্যস্থল, যার কারণে তার ফায়দার বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে, উপকারিতার বিষয়টি ছড়িয়ে গেছে এবং তার দলীলগুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

হে আল্লাহ! আপনি এর বিনিময়ে কবরে আমার নিঃসঙ্গতায় সঙ্গীর ব্যবস্থা করে দিন এবং কিয়ামতের দিনে আমার কষ্ট দূর করে দিন; আর হাশরের দিন তার বিনিময়ে ডানহাতে আমলনামা দিন এবং তার দ্বারা আমার দীনী ভাই ও মুসলিম জাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত করুন!

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

(আল্লাহ রহমত, সালাম ও বরকত নাযিল করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর প্রতি। আর আমাদের শেষ ধ্বনি হোক সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর প্রাপ্য)!

মুহাম্মাদ ইউসরী

কায়রো, রামাদান, ১৪২৭ হিজরী

প্রথম অধ্যায়:

[مَبَادِئُ وَمُقَدَّمَاتُهُ]

মৌলিক নীতিমালা ও তার ভূমিকাসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[مَبَادِئُ عِلْمِ الْإِيْمَانِ وَمُقَدِّمَاتُهُ]

ঈমানের মৌলিক নীতিমালা ও তার ভূমিকাসমূহ

- **বান্দার ওপর প্রথম আবশ্যকীয় ও বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো:** যমীন ও আকাশসমূহের রব্ব তথা আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।
  - আর তাওহীদ হলো, যাবতীয় ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত এবং সাওয়াবের কাজগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ।
  - তাওহীদ হলো, নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূলকথা এবং সকল মানুষ ও জিন্নকে সৃষ্টি করার চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

- **ঈমানশাস্ত্রের নামসমূহ:** মর্যাদা ও মহত্ত্বের কারণে এ (ঈমান) শাস্ত্রের নামের সংখ্যা অনেক এবং তার গুরুত্ব ও মহিমার কারণে তার 'লকব' বা উপাধিসমূহ খুবই প্রসিদ্ধ। সুতরাং 'ঈমান' (الْإِيْمَانُ), 'আস-সুন্নাহ' (السُّنَّةُ), 'আত-তাওহীদ' (التَّوْحِيْدُ), 'আল-'আকীদা' (الْعَقِيْدَةُ), 'উসূলুদ দীন' (أُصُوْلُ الدِّيْنِ) ও 'আশ-শরী'আহ' (الشَّرِيْعَةُ), তবে এ শাস্ত্রের ওপর প্রথম যে নামটি ব্যবহৃত হয়েছিল এবং গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল তা হচ্ছে, 'আল-ফিকহুল আকবার' (الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ), যদিও সবগুলো নামই শরী'আতসম্মত ও প্রশংসিত।
  - আর এ শাস্ত্রের নাম 'ইলমুল কালাম' (عِلْمُ الْكَلَامِ) ও 'ফালসাফা/দর্শন' (الْفَلْسَفَةُ)- ইত্যাদি দেয়া বিদ'আত পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে ও নিন্দিত হিসেবে পরিগণিত।

- **ঈমানশাস্ত্রের সংজ্ঞা:**

هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِيْمَانِيَّةِ الْمُسْتَمَدُّ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَرَدِّ الشُّبُهَاتِ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[فَضْلُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهُ]

ইসলাম ও মুসলিমগণের ফযীলত বা মর্যাদা

- সত্য দীন হলো ইসলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾ [آل عمران: ١٩]

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৯] আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার নির্ভেজাল একত্ববাদের প্রতি আত্মসমর্পন করা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং শির্ক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা।

- আর সার্বজনীন ইসলাম হলো নবী ও রাসূলগণের দীন। আল্লাহ তা'আলা নূহ 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝٧٢﴾ [يونس: ٧٢]

"আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি।" [সূরা ইউনুস: ৭২]

তিনি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿أَسْلِمْۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝١٣١﴾ [البقرة: ١٣١]

"আত্মসমর্পণ করুন। তিনি বলেছিলেন: আমি সৃষ্টিকুলের রব্বের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।" [সূরা আল-বাকারা: ১৩১]

ইবরাহীম ও ইসমাঈল 'আলাইহিমাস সালাম বলেন,

﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]

"হে আমাদের রব্ব! আর আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَخَصَائِصُهُ]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও তাদের বৈশিষ্ট্য

- শ্রেষ্ঠ মুসলিম হলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, আর তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং সকল যুগে ও সকল স্থানে যে বা যারা তাদেরকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে।

- তারা হলেন সৎকর্মশীল পূর্বপুরুষ, অনুসরণকারী ও পদাঙ্ক মান্যকারী এবং হাদীস ও সুন্নাহ'র অনুসারী, আর (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় এবং (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত গোষ্ঠী; তাদের নামসমূহ সম্মানজনক এবং তাদের সম্পর্কও অভিজাত।

- এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত, যিনি আল্লাহকে 'রব্ব' বলে মেনে নিয়েছেন, ইসলামকে দীন (জীবনবিধান) হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছেন, আর সাথে সাথে তিনি সামগ্রিকভাবে ইসলাম পালন করেন, তার বিধি-বিধানকে অনুগত হয়ে ও বিনিতভাবে মেনে চলেন এবং তিনি সকল বিদ'আতপন্থী মাযহাব ও দল থেকে মুক্ত থাকেন।

- এটা শামিল করে মুসলিম জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গকে, যারা সামগ্রিক বিষয়ে সুন্নাহ'র পরিপন্থী কোনো কাজ করে না, বিদ'আতী পতাকার তলে অবস্থান করে না এবং কোনো অগ্রহণযোগ্য গোষ্ঠীর পাল্লা ভারী করে না।

- তারা হলেন উম্মতের সকল গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে মধ্যপন্থী সম্প্রদায়।

- তারা কোনো স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তবে কোনো সময়ই তাদের থেকে মুক্ত নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[مَنْهَجُ التَّلَقِّي وَالْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

শিক্ষাগ্রহণ এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার পদ্ধতি

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাদের আকীদার শিক্ষা নেন বিশুদ্ধ দলীল, গ্রহণযোগ্য ইজমা', সুস্পষ্ট যুক্তি ও নির্ভরযোগ্য ফিতরাত বা স্বভাব-চরিত্র থেকে।
- তারা বিশ্বাস করেন যে, অকাট্য দলীল ও সেরা তথ্যসূত্র হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং বিশুদ্ধ হাদীসে নববী, যদি তা 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীসও হয়।
- তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম (কথা) ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর ওপর অন্য কারও কথাকে অগ্রাধিকার দেন না, সে যে কেউ হোক না কেন।
- তারা বিশ্বাস করেন যে, আকীদা-বিশ্বাস ও শরী'আতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সুন্নাহ স্বয়ং দলীল হিসেবে গণ্য।
- তারা কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্যসমূহকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করেন।
- তাঁর বিশ্বাস করেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্যসমূহ দীনের সকল বিষয়কে, বিশেষ করে ঈমানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- তারা (কুরআন ও সুন্নাহ'র) সকল বক্তব্যকে আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন।
- আর তারা প্রত্যেক বিষয়ে বর্ণিত সকল 'নস' তথা শরী'আতের বক্তব্যের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

[حَقِيْقَةُ الْإِيْمَانِ وَأَرْكَانِهِ]

ঈমানের প্রকৃত রূপ ও তার মূল উপাদানসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[حَقِيْقَةُ الْإِيْمَانِ وَأَرْكَانِهِ]

ঈমানের প্রকৃত রূপ ও তার মূল উপাদানসমূহ

- আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখেরাত এবং তাকদীরের ভালো ও মন্দের ওপর ঈমান স্থাপন করা। যারা সর্বশেষ নবী ও রাসূলগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসারী, এ হচ্ছে সেসব মুসলিমগণের আকীদা-বিশ্বাস। এ ব্যাপারে তাদের সকলের বক্তব্য একই রকম এবং তাদের ইমামগণও এ ব্যাপারে একমত। তাদের পরবর্তীগণ তাদের পূর্ববর্তীগণ থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

- সকল মুকাল্লাফ (তথা শরী'আতের বিধান পালন করার মতো উপযুক্ত) ব্যক্তিগণের ওপর প্রথম ফরয (আবশ্যকীয়) কাজ হলো আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনয়ন করা ও 'শাহাদাতাঈন'[০২] এর মাধ্যমে তার ঘোষণা প্রদান করা।

- মুমিনগণ হলেন আল্লাহর বন্ধু, তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে, আর তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন। ফলে তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তারাও তাঁকে সাহায্য করে, আর তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত।

- ঈমান ও তা বিনষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে দলীল হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা।

---

০২. 'শাহাদাতাইন' হলো: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাও রাসূল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[اَلْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ]

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক

- ইসলাম (الْإِسْلَامُ) ও ঈমান (الْإِيمَانُ) শব্দদ্বয় যখন সাধারণভাবে নিঃশর্ত ও কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টি সমার্থবোধক। আর যখন একত্রে তথা সম্পৃক্ততা অথবা শর্তযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। তখন ইসলাম হবে বাহ্যিক কথা ও কাজ সমষ্টির নাম। আর ঈমান হবে অভ্যন্তরীণ আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মসমূহের নাম। আর আবশ্যক হলো বান্দার মধ্যে উভয়টির সমাবেশ ঘটানো। অতএব, ঈমান ব্যতীত ইসলাম হয় না আর ইসলাম ছাড়াও ঈমান হয় না।

- দীনের তিনটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে: তার প্রথমটি 'ইসলাম', দ্বিতীয়টি 'ঈমান' ও তৃতীয়টি হচ্ছে 'ইহসান' যা অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসসমূহ ও বাহ্যিক আমলসমূহের মধ্যে সংঘটিত হয়।

==O==

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[مَرَاتِبُ الْإِيْمَانِ]

ঈমানের স্তরসমূহ

- ঈমানের মূল বিষয় যখন পুরাপুরিভাবে বিশ্বাস ও পরিপূর্ণভাবে নতি স্বীকার করে মেনে নেয়া, বিশেষভাবে 'গায়েব' তথা অদেখা বিষয়াবলির প্রতি, তখন
  - তার পূর্ণ ফরয (আবশ্যক) রূপ হচ্ছে, ঈমানের রুকনসমূহ ও যাবতীয় ফরয বিষয়গুলো পালন করা এবং কবীরা গুনাহসমূহ ও যাবতীয় হারাম বিষয়গুলো বর্জন করা।
  - আর তার পূর্ণ মুস্তাহাব রূপ হচ্ছে, (উক্ত ফরয রূপ এর সাথে) মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজগুলো সম্পাদন করা, 'মাকরূহ' বা অপছন্দনীয় বিষয়গুলো পরিহার করা এবং যাবতীয় সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা।
- আর অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ্য আচরণের কারণে ঈমানের ঘাটতি হয়।
- ঈমানের রয়েছে কতগুলো স্তর ও পর্যায়ঃ
  - তার প্রথম স্তর হলো: এমন ঈমান, যা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করা থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ঈমানের এ স্তরটিকে বলা হয় أَصْلُ الْإِيْمَانِ (মূল ঈমান) অথবা مُطْلَقُ الْإِيْمَانِ (নামমাত্র ঈমান) অথবা اَلْإِيْمَانُ الْمُجْمَلُ (মোটামুটি ঈমান)।
  - তার হকীকত হলো: সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ইবাদত করার বিষয়টি যথাযথভাবে মেনে চলে। ফলে ইবাদতের সকল কিছু

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[اَلْاِسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيْمَانِ]

ঈমানের মধ্যে ইস্তিসনা বা শর্তারোপ করা

- ঈমানের মধ্যে ইস্তিসনা করার মানে হলো: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন)— একথা বলা।

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলেম আত্মিক পবিত্রতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এবং আল্লাহর ভয়ের কারণে اَلْإِيْمَانُ الْمُطْلَقُ (পূর্ণাঙ্গ ঈমান)-এর ক্ষেত্রে ইস্তিসনা বা শর্তারোপ করাকে বৈধ করেছেন। তবে তারা مُطْلَقُ الْإِيْمَانِ (নাম মাত্র ঈমান)-এর ক্ষেত্রে তা (ইস্তিসনা করাকে) নিষেধ করেছেন; যদি তা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের কারণে হয়।

- তাছাড়া মিল্লাতের অনুসারীদের মধ্যে যারা 'ঈমানের সুদৃঢ় দাবিদার', আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট তারা মুসলিম বলে গণ্য।

==o==

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[حُكْمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ]

কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির বিধান

- কবীরা গুনাহ জাহেলী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, আর তা ঈমানের ক্ষত সৃষ্টিকারী ও তার ঘাটতির কারণ। আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসিক (পাপাচারী)।

- আহলে কিবলা'র ফাসিক ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী (পূর্ণ মুমিন) বলার উপযুক্ত নয়; বরং তার কাছে শুধু নামমাত্র ঈমানের অস্তিত্ব রয়েছে।

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ নাম ও বিধানের ক্ষেত্রে অংশবিশেষ সাব্যস্তকরণের পক্ষে। সুতরাং (ফাসিক) ব্যক্তির জন্য ঈমানের আংশিক প্রযোজ্য হবে, সম্পূর্ণটা প্রযোজ্য হবে না, আর তার জন্য ঈমানদারগণের বিধান ও সাওয়াবের ততটুকু সাব্যস্ত হবে, যতটুকু তার কাছে বিদ্যমান আছে; যেমনিভাবে তার জন্য ততটুকু শাস্তি বরাদ্দ হবে, যতটুকু সে অমান্য করেছে।

- আর আহলে কিবলা তথা কিবলার অনুসারী কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো গুনাহের কারণে কাফির বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সে এমন কোনো অপরাধের সাথে জড়িত হবে, যা ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।

- কবীরা গুনাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ (কিয়ামতের দিন) শাফা'আত লাভ করবে। তারা (আল্লাহর) ইচ্ছার অধীনে থাকবে। কখনও কখনও তাদের তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের কারণে অথবা পাপ মোচনকারী সৎকাজের কারণে কিংবা গুনাহ মাফকারী বিপদ-মুসীবতের কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এ সবকিছুই শুধুমাত্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[اَلْحُكْمُ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ]

কিবলার অনুসারীর ব্যাপারে বিধান

- যে ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, সে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত, তার পেছনে সালাত আদায় করা যাবে এবং (সে মারা গেলে) তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করা হবে, আর বাহ্যিকভাবে তার ওপর ইসলামের সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে এবং তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার দায়-দায়িত্ব একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

- যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলাম পালন করে, তার অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অথবা তার ইসলামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা বিদ'আত।

- শরী'আতের নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল ছাড়া আমরা কিবলার অনুসারীগণের কাউকে জান্নাতে উঠানো বা জাহান্নামে ফেলে দেই না। তবে আমরা সৎকর্মশীল ব্যক্তির জন্য আশাবাদী, তাকে আমরা সুসংবাদ শুনাই কিন্তু তাকে নিশ্চয়তা দেই না, আর পাপী ও অপরাধীর ব্যাপারে আমরা আশঙ্কা করি; কিন্তু আমরা তাকে নিরাশ করি না।

- আমলের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার ওপর।

- এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যার নিকট (তাওহীদের) দাওয়াত পৌঁছেনি, তার ওপর (শরী'আতের) দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর তাই সে হবে 'আহলে ফাতরাত' তথা ওহীর শিক্ষাবঞ্চিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে আখেরাতে পরীক্ষা করা হবে; যার মাধ্যমে আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত সৌভাগ্যবান বা হতভাগ্য হওয়া প্রকাশ পাবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[أَبْوَابُ الْإِيْمَانِ وَأَقْسَامُ التَّوْحِيْدِ]

ঈমানের শ্রেণিবিভাগ ও তাওহীদের প্রকারভেদ

- আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত হবে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তাঁর 'ওয়াহদানিয়্যাত' (একত্ব), 'রুবূবিয়্যাত' (প্রভুত্ব), সুন্দর সুন্দর নাম, মহান গুণাবলি এবং তাঁর 'উলুহিয়্যাত' এর ওপর ঈমান আনার বিষয়সমূহ।

- তাওহীদ হলো,

  - আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সত্তা, নামসমূহে এক ও একক বলে বিশ্বাস করা, সুতরাং তাঁর সম নামে আর কেউ নেই।

  - তিনি তাঁর গুণাবলিতেও একক, অতএব তাঁর মতো কেউ নেই।

  - তিনি স্বীয় কার্যাবলিতেও একক। তাই তাঁর কোনো তুলনা নেই।

  - তিনি ইবাদতের হকদার হিসেবেও একক। কেবল তিনিই সকল ইবাদতের হকদার। সুতরাং তাঁর কোনো শরীক নেই। তাই যে নির্দেশ তিনি দিয়েছেন কেবল তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করা লাগবে এবং যে ব্যাপারে তিনি নিষেধ ও হুমকি প্রদান করেছেন তা থেকে বিরত থাকা লাগবে।

- আর ঈমান ও তাওহীদের সমন্বিত বিষয় হচ্ছে,

  - বান্দা শুধু তার রব্বের উদ্দেশ্যে তার অন্তর দ্বারা বিশ্বাসসমূহ লালন করবে,

  - তার মুখে বিশ্বাসের কথাগুলো উচ্চারণ করবে এবং

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[أَدِلَّةُ الْإِيْمَانِ بِوُجُوْدِهِ تَعَالَىٰ]

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দলীলসমূহ

- আল্লাহ তা'আলা হলেন চিরন্তন, শাশ্বত ও অনাদি; অস্তিত্বহীনতা তাঁকে পায়নি। তিনি চিরস্থায়ী, ধ্বংস বা বিনাশ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের বিষয়টি সত্তাগত এবং এ ব্যাপারে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে, যা সংখ্যায় অগণিত এবং সীমার বেষ্টনের বাইরে, যার সূচনা অণু-পরমাণু থেকে এবং যার শেষ হয় না সবচেয়ে বড় ছায়াপথ (Galaxy) এর কাছে গিয়েও, আর এসব দলীল-প্রমাণ বিভিন্ন শ্রেণি ও প্রকারের। যেমন,

দলীল (১) : সরল সঠিক স্বভাব-প্রকৃতি:

- কেননা, আল্লাহ সম্পর্কে জানার বিষয়টি হলো সর্বপ্রথম কাজ, স্পষ্টতর স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত জরুরি বিষয়।

- আর মৌলিকভাবে ঈমান হলো স্বভাবজাত, আল্লাহ প্রদত্ত উপহার ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

  «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ».

  "প্রত্যেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে ফিতরাত তথা স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর।"[৩] অবশ্য তার (ঈমানের) বিস্তারিত বিষয়গুলো নির্ভর করে ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের ওপর।[৪]

---

০৩. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৬৯২৬।

০৪. অর্থাৎ ফিতরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতি ঈমান ও শরী'আতের বিস্তারিত রূপ জানতে ও জানাতে অক্ষম।

নবম পরিচ্ছেদ

[اَلْإِيْمَانُ بِصِفَاتِ الرُّبُوْبِيَّةِ]

রব্বের[৩৭] গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর ঈমান

- রব্বের গুণের সাথে আল্লাহ তা'আলাকে এককভাবে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছে আল-কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

  ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝﴾ [الفاتحة: ٢]

  "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকুলের রব্ব।" [সূরা আল-ফাতিহা: ২]

- আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের ওপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ হচ্ছে, রব্বের কার্যাবলি ও রুবুবিয়্যাতের চাহিদা যেমন সৃষ্টি, তাকদীর (নিয়তি নির্ধারণ), রাজত্ব এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিষয়টি এককভাবে তার জন্য নির্ধারণ করা।

  - আল্লাহ তা'আলা বলেন,

    ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ ۝﴾ [الرعد: ١٦]

    "আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা, আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী।" [সূরা আর-রা'দ: ১৬]

  - আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

    ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ۝﴾ [الاسراء: ١١١]

---

৩৭. রব্ব বলতে বুঝায় এমন সত্তাকে যিনি তিনটি মৌলিক গুণের অধিকারী:
১- তিনি অবশ্যই স্রষ্টা হবেন।
২- তিনি অবশ্যই মালিক হবেন।
৩- তিনি অবশ্যই পরিচালক হবেন। লালন পালন, রিযিক প্রদান, জীবন ও মৃত্যু প্রদান, দুঃখ দূরীকরণ, শান্তি প্রদান, সুস্থতা প্রদান, বিধান প্রদান, ইত্যাদি কেবল তাঁরই কাছে থাকবে। তিনিই চিরস্থায়ী সত্তা হবেন, সর্বসত্তার ধারক হবেন, তিনি সকলের নিয়তি নির্ধারণ করবেন।

দশম পরিচ্ছেদ

[اَلْإِيْمَانُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ]

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির ওপর ঈমান

- আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ 'ইলম' (জ্ঞান) এবং উৎকৃষ্ট আমল।
- আর তা-ই হচ্ছে আল্লাহকে জানা, সম্মান করা, মর্যাদা দেয়া এবং তাঁকে ডাকার পথ বা মাধ্যম।
- এটিই হচ্ছে ঈমান বৃদ্ধি ও জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।
- এটিই হচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চপদ মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের প্রধান উপায়।
- এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক পথের অনুসারীগণের জন্য সৎকর্মশীলগণের নৈতিক চরিত্রের মানে উন্নিত হওয়ার সিঁড়ি।
- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর সুমহান গুণাবলির ওপর ঈমান রাখে।
- আর সৃষ্টিকুলের কারো সাথে তাঁদের রব্বকে সাদৃশ্যশীল সাব্যস্ত করা থেকে মুক্ত থাকেন।
- তারা তাঁর ধরণ[৩৮] অনুধাবন করার লোভ করা থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখেন।

---

৩৮. অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণের প্রকৃত ধরণ নির্ধারণ করে না। তবে ধরণ নেই তা বলে না। কিন্তু ধরণ পাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। তারা মনে করে এটি গায়েবী জগতের বিষয়। তিনি আমাদের তা জানাননি, সুতরাং তা জানার আর কোনো মাধ্যম নেই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[قَوَاعِدُ الْإِيمَانِ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى]

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতি

- আল্লাহর সকল নামই অতি সুন্দর, চাই সে নামটি একক শব্দে আসুক বা যুক্ত শব্দে আসুক কিংবা হোক তা পাশাপাশি কয়েক শব্দের সংমিশ্রণে।[৩৯]

- আর আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের ওপর ঈমান স্থাপন করার বিষয়টি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

  - নামের ওপর ঈমান,
  - নামের নির্দেশিত অর্থের ওপর ঈমান এবং
  - নামের চাহিদা ও দাবিকৃত প্রভাবের ওপর ঈমান।

  যেমন, সে বিশ্বাস করবে যে, তিনি عَلِيمٌ (মহাজ্ঞানী), ذُو عِلْمٍ مُحِيطٍ (অসীম জ্ঞানের অধিকারী) এবং أَنَّهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَفْقَ عِلْمِهِ (তিনি তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)।

- আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাওকীফী বা কুরআন-হাদীস নির্ভর, যা পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত।

---

৩৯. একক শব্দে যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ "তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।" [সূরা গাফির: ৬৫]
যুক্তভাবে যেমন, ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ "আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আন-নিসা: ১৫৮]
পূর্ণবাক্যে আসা যেমন, ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ﴾ "তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম।" [সূরা আল-হাশর: ২৪] ﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ﴾ "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর-রহমান: ২৭]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[قَوَاعِدُ الْإِيْمَانِ بِالصِّفَاتِ الْعُلَى]

আল্লাহর মহান গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতি

- আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলি মহান, প্রশংসনীয়, পরিপূর্ণ এবং তাওকীফী বা কুরআন-হাদীস নির্ভর।

- নামসমূহ থেকে গুণাবলির বিষয়টি অনেক বেশি প্রশস্ত, আর তার চেয়ে আরও বেশি প্রশস্ত ও ব্যাপক হলো আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে কোনো সংবাদ প্রদান। আর আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহ তার নাম ও গুণ থেকে উত্থিত।

- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে কেউ পুরাপুরিভাবে অবহিত নয় এবং তার ব্যাপারে পরিপূর্ণ কোনো হিসাব বা ধারণাও করে শেষ করা যায় না। এগুলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, যা কোনো রকম কমতি বা ঘাটতি দাবি করে না। এগুলোর অংশবিশেষের তাফসীর বা ব্যাখ্যা হয় অংশ বিশেষের দ্বারা, যা একরকম হওয়া দাবি করে না।

- আর আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে কিছু গুণ আছে,

  (১) হ্যাঁ-বাচক বা ইতিবাচক বা সাব্যস্তকারী,

  (২) কিছু আছে না-বাচক বা অসাব্যস্তকারী।

- **হ্যাঁ-বাচক বা সাব্যস্তকৃত গুণাবলি**, যার মধ্যে কিছু হলো,

  - সত্তাগত এবং

  - কিছু কর্মবাচক। এগুলো সবই প্রশংসনীয় ও পরিপূর্ণ।

➤ **সত্তাগত গুণাবলি** বলতে বুঝায়, এমন সব গুণাবলিকে যা চিরন্তন ও

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[ثَمَرَاتُ الْإِيمَانِ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ]

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির প্রতি ঈমানের ফলাফল

- সৃষ্টি ও নির্মাণের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনিভাবে ব্যক্তির দীন ও ইবাদতের মধ্যে এ নাম ও গুণসমূহের প্রভাব অনস্বীকার্য।

- সঠিকভাবে সেসবের ওপর ঈমান আনয়ন করলে তা বিভিন্নভাবে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়ক প্রমাণিত হবে।

  কারণ, বান্দা কর্তৃক আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব ও শক্তি সম্পর্কে জানাটা ইবাদতের মধ্যে তার বিনয়, অনুতাপ, একাগ্রতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য ফলদায়ক।

- বান্দা কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রাখা সম্পর্কে জানা, বান্দার জিহ্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মনের চিন্তা-চেতনা ও লজ্জা বিষয়ক ইবাদতের জন্য ফলদায়ক হবে।

- বান্দা কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার প্রাচুর্যতা, বদান্যতা, দানশীলতা ও দয়া সম্পর্কে জানা বান্দার মাঝে প্রত্যাশার ইবাদত এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বহু রকমের ইবাদতের জন্য ফলদায়ক হবে।

- আর বান্দা কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে জানাটা তাঁর প্রতি নির্ভেজাল ভালোবাসা, তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রবল ইচ্ছা ও বন্ধুত্ব, তাঁর নৈকট্য হাসিলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা, তাঁর আনুগত্য করার দ্বারা তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন, তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা এবং তাঁর

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[إِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِصِفَاتِ الْأُلُوهِيَّةِ]

এককভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য 'উলুহিয়্যাত' তথা মা'বুদের গুণাবলি সাব্যস্ত করা

- 'আল-উলুহিয়্যাত' (الْأُلُوهِيَّةُ) শব্দটি, 'ইলাহ' (إِلَهٌ) এর সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য তৈরি করা শব্দ। যা দ্বারা বুঝানো হয় সে সত্তাকে, যিনি প্রিয়, প্রত্যাশিত, কাঙ্ক্ষিত মা'বুদ, যাঁর জন্য অন্তরগুলো বিনয়ের সাথে অবনত হয় এবং যাঁর স্মরণে হৃদয়গুলো শান্তি অনুভব করে, আর মনগুলো যাঁর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি আস্থাবান হয়, যাঁর ইবাদত করে, যাঁর ওপর ভরসা করে এবং যাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

- 'উলুহিয়্যাত' এর ওপর ঈমান অর্থ: ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই এককভাবে করা, যে আল্লাহর কোনো শরীক নেই।

- আর 'উলুহিয়্যাত' গুণটি কেবল এককভাবে তাঁর জন্যই নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন,

  ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٦٣]

  "আর তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ।" [সূরা আল-বাকারা: ১৬৩]

  আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

  ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]

  "কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

- আর ইবাদত এমন একটি বিষয়ের নাম, যা এমন সব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কথাসমষ্টি ও কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন।

আর যা পালন করা হয়, চূড়ান্ত ভালোবাসা ও তার পূর্ণতা দিয়ে, পরম

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[ثَمَرَاتُ الْإِيمَانِ بِالْأُلُوهِيَّةِ]

‘উলুহিয়্যাত’ তথা আল্লাহকে একমাত্র মা‘বুদ হিসেবে ঈমান আনয়নের ফলাফল

- এককভাবে আল্লাহ তা‘আলার জন্য ‘উলুহিয়্যাত’ তথা ইবাদতের বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করার মাঝে কতগুলো ইহকালীন ও পরকালীন ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে:

তন্মধ্যে দুনিয়াতে যে ফল পেতে পারে তা হচ্ছে,

১- পবিত্র জীবনের অধিকারী করে দাসত্বকে যথার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমে,

২- এর মাধ্যমে সে ঈমানের স্বাদ ও মজা উপভোগ করে,

৩- আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর আনুগত্য করার দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে,

৪- তাঁর ওপর উত্তমভাবে তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি অর্জন করে,

৫- কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে,

৬- অন্তরের ইবাদতসমূহ নিশ্চিত করে,

৭- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের ইবাদতকে বিশুদ্ধকরণ ও যথাযথভাবে তা সম্পাদন করে,

৮- যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে এবং দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে,

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[الْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ]

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান

- ঈমান বিল-গাইব (الْإِيْمَانُ بِالْغَيْبِ) তথা না দেখা বিষয়সমূহের ওপর ঈমানের বিষয়টি হলো, তাওহীদবাদীগণের আকীদা-বিশ্বাস এবং মুমিনগণের মহামূল্যবান মর্যাদাপূর্ণ স্থান।
- আর এটা হলো স্বভাবজাত জরুরি বিষয় এবং শরী'আতী আকীদা-বিশ্বাস।
- আর এ ঈমান বিল গায়েব ততক্ষণ পূর্ণতা লাভ করবে না, যতক্ষণ রহমান যা নাযিল করেছেন তার সবকিছুর ওপর ঈমান স্থাপন না করা হয়।
- আর ঈমান বিল-গাইব এর অন্তর্ভুক্ত হলো: ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান স্থাপন করা এবং এ বিশ্বাস করা যে, তারা হলেন আল্লাহর জ্যোতির্ময় সম্মানিত বান্দা।
- তারা খাবার ও পানীয় গ্রহণ করেন না এবং বিয়ে-শাদী ও বংশ বিস্তার করেন না।
- আনুগত্য করার জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তারা আল্লাহ ইবাদতের ব্যাপারে ক্লান্তিবোধ করেন না।
- তাদের ওপর সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস আকারে ঈমান আনয়ন করাটা ঈমানের রুকন (মৌলিক বিষয়) এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র মধ্যে যাদের আলোচনা এসেছে, তাদের ব্যাপারে সবিস্তারে ঈমান আনয়ন করা ফরয।
- তাদের মধ্যে অন্যতম,
  - একজন হলেন জিবরীল 'আলাইহিস সালাম, যিনি ওহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[اَلْإِيْمَانُ بِوُجُوْدِ الْجِنِّ]

জিন্ন জাতির অস্তিত্বের ওপর ঈমান

- ঈমান বিল-গাইব (اَلْإِيْمَانُ بِالْغَيْبِ) এর অন্যতম একটি দিক হলো জিন্ন ও শয়তানের অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

- আর তাদের সৃষ্টি হয়েছিল মানব সৃষ্টির পূর্বে এবং তাদের সৃষ্টির মূল উপাদান হলো নির্ধূম আগুনের শিখা।

- তারা নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে বেঁচে থাকে এবং মারাও যায়। তারা বিয়ে-শাদী করে এবং বংশ বিস্তার করে। তাদের মধ্যে মুমিন রয়েছে এবং রয়েছে কিছু সংখ্যক পাপিষ্ঠ। সুতরাং যে ঈমান গ্রহণ করল, সে হিদায়াতের পথকে বাছাই করল, আর যে কুফরী করল, সে জহান্নামের ইন্ধন হয়ে গেল।

==O==

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[اَلْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ]

আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান

- ঈমানের রুকনসমূহের অন্যতম একটি রুকন হলো: আল্লাহ তাঁর নবীগণের ওপর যা নাযিল করেছেন, তার ওপর ঈমান স্থাপন করা- চাই তা ফলকের মধ্যে লিখিত হোক অথবা কোনো ফেরেশতার পক্ষ থেকে শ্রুত হোক কিংবা পর্দার আড়াল থেকে অবতীর্ণ হোক; চাই তা 'সহীফা' অথবা 'কিতাব' নামের কোনো কিছুতে সংকলিত হোক। সবগুলোই আল্লাহর বাণী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

- আল্লাহ তা'আলা তা নাযিল করেছেন জগৎবাসীর জন্য দলীল-প্রমাণ হিসেবে এবং দীনের পথের অনুসারীদের জন্য পথ চলার নিয়ম-নীতি হিসেবে।

- আল্লাহর কিতাবে আলোচিত প্রথম সহীফা হলো ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সহীফা, তারপর 'তাওরাত'। এটি মূসা 'আলাইহিস সালামের সহীফা অথবা তা ভিন্ন কিছু। আল্লাহ তা'আলা দাউদ 'আলাইহিস সালামকে 'যাবূর' দান করেছেন, অতঃপর তাঁর বান্দা ও রাসূল 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল করেছেন 'ইঞ্জিল'। আর নাযিলের দিক থেকে সর্বশেষ সহীফা বা কিতাব হলো 'আদনান' বংশের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত 'আল-কুরআন', যাতে তা হতে পারে জগৎবাসীর জন্য আলো, পাপীদের জন্য ভয়প্রদর্শনকারী এবং মুসলিমগণের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

- এসব সহীফা ও কিতাবের মধ্য থেকে কোনো একটিকে অস্বীকার করার অর্থই হলো সবগুলোকেই অস্বীকার করা।

- আর ঈমানের মৌলিক বিষয়, নৈতিক চরিত্র, দীনের মূল বিষয়াদি এবং

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[الْإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ]

রাসূলগণের ওপর ঈমান

- ঈমানের রুকনসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি রুকন হলো, নবী ও রাসূলগণের ওপর ঈমান আনয়ন করা, আর এ আস্থা পোষণ করা যে, তারা হলেন আল্লাহর সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠাংশ, আর গোটা দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবীগণের নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ওপর ভিত্তি করে।

- সমষ্টিগতভাবে তাদের সকলের প্রতি আর বিশেষ করে আল-কুরআনে বিস্তারিতভাবে যাদের আলোচনা হয়েছে তাদের ওপর ঈমান আনয়ন করা বাধ্যতামূলক।

- আর তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও বিশ্বাস না করাটা তাদের সকলকে অস্বীকার করার মতো অপরাধ।

- নবুওয়াতের বিষয়টি রিসালাতের পূর্বে হয়ে থাকে, আর নবুওয়াত ও রিসালাত উভয়টি আল্লাহর অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত, কারও নিজের অর্জিত বিষয় নয়। সুতরাং প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।

- তারা হলেন সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, আর বিশ্বাস ও জীবন-পদ্ধতির দিক থেকে তারা সকলের চেয়ে বেশি সঠিক ও ন্যায়পরায়ণ এবং চারিত্রিক দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। তারা হলেন সকলের চেয়ে বেশি সত্যভাষী। কোনো বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট তাদের পিঠ বাঁকা করতে পারেনি, আর কোনো ষড়যন্ত্রই তাদের দৃঢ় সিদ্ধান্তকে দুর্বল করতে পারেনি। তাদের আত্মা ছিল দুনিয়াবিমুখ, আর তাদের রব্বের ব্যাপারে তাদের ভয়ের আগুন সবসময় প্রজ্বলিত ছিল

বিংশ পরিচ্ছেদ

[مَا يَجِبُ وَيَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ فِيْ حَقِّ الرُّسُلِ]

রাসূলগণের ব্যাপারে যা আবশ্যক, বৈধ ও নিষিদ্ধ

- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণকে তাঁর নিজ দায়িত্বে হিফাযত করেছেন এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাদেরকে নিষ্পাপ রেখেছেন। সুতরাং তাদের পক্ষে কবীরা[১৬] গুনাহ ও হীন কাজ করাটা একেবারেই নিষিদ্ধ ও অসম্ভব, আর সগীরা গুনাহ- যদি তা হয়েও থাকে, তবে তা বিরল ও ক্ষমাপ্রাপ্ত।

- সাধারণভাবে তাদের সকলের পক্ষে অসম্ভব হলো মিথ্যা বলা, খিয়ানত করা, নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ভুল করা এবং

১৬. নবী-রাসূলগণ কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন, এটিই অধিকাংশ সালাফের মত। বস্তুত এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো ভাষ্য নেই। তবে এটি বিবেকের দাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বস্তুত নবী রাসূলগণ যা থেকে নিরাপদ আর যা কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যে এসেছে তা হচ্ছে,

১- ওহী গ্রহণে নিরাপদ; সেখানে কারও হস্তক্ষেপ হবে না।

২- ওহী প্রচারে নিরাপদ, সেখানে কেউ ভুল কিছু তাদের থেকে প্রচার করে থাকতে পারবে না। যদি কোনো দিন সেটা সংঘটিত হয় তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীকে সংহত করে দিবেন।

৩- ইজতিহাদী ভুলের ওপর অবস্থান করে থাকা থেকে নিরাপদ। আল্লাহ অবশ্যই তাদের ভুল শোধরিয়ে দিবেন।

৪- নিকৃষ্ট ও ঘৃণার উদ্রেককারী কাজ থেকে নিরাপত্তা প্রদান।

৫- কবীরা গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভের বিষয়টি নবুওয়াতের আগে ও পরের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। নবুওয়াতের আগে কবীরা গুনাহ হয়নি বলার পক্ষে কোনো দলীল নেই। আর নবুওয়াতের পরে কবীরা গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পক্ষে বাস্তব প্রমাণ নেই। সংঘটিত না হওয়ার পক্ষেও কোনো দলীল নেই। আমাদের নবীর জন্য আলাদা একটি নিরাপত্তা আছে, তা হচ্ছে,

৬- হত্যা থেকে নিরাপত্তা লাভ। এর সপক্ষে কুরআন থেকে সরাসরি দলীল রয়েছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[خَصَائِصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُقُوقِهِ]

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও অধিকারসমূহ

- আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা নবুওয়াত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি করার মাধ্যমে তাঁকে বিশেষিত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

  ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]

  "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।" [সূরা আল-আহযাব: ৪০]

- নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সার্বিকভাবে সকল মানুষের জন্য এবং ব্যাপকভাবে মানুষ ও জিন্ন জাতির জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

  ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨]

  "আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই প্রেরণ করেছি।" [সূরা সাবা: ২৮]

  আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

  ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الأنبياء: ١٠٧]

  "আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭]

- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করা এবং তাঁর প্রতি বিজয় ও ক্ষমতার মতো নি'আমত

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[الْإِيْمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ]

শেষ দিবসের ওপর ঈমান

- ঈমানের অন্যতম আরেকটি রুকন হলো শেষ দিবসের ওপর এবং তার ভূমিকা ও আলামতসমূহের ওপর ঈমান আনয়ন করা।

- যে ব্যক্তিই মারা যাবে তার ছোট কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে।

- মৃত্যুক্ষণে ফেরেশতা অবতরণ করে মুমিন ব্যক্তিকে দয়াময় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাতে তার জন্য বরাদ্দকৃত আসনের সুসংবাদ প্রদান করেন। মৃত্যুর সময় মানুষ কখনও কখনও ফিতনার সম্মুখীন হয়, আর আমলের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার ওপর।

- কবর হলো আখেরাতের প্রথম মানযিল (স্টেশন)। আল্লাহর কাছেই কেবল আশ্রয় প্রার্থনা করা হবে তার আলিঙ্গন ও ফিতনা থেকে। কবরের শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের, আর তা অস্বীকার করে নাস্তিক, ভণ্ড দার্শনিক ও বিদ'আতপন্থীদের একটি দল। বস্তুত তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এমন বিষয়কে, যা তাদের জ্ঞানের আওতায় নেই, আর ঈমানদারগণের কতককে আল্লাহ তা'আলা কবরের ফিতনা ও শাস্তি থেকে নিরাপত্তা দান করেন।

- 'বারযাখ' নামক জগতের বিধি-বিধান পরিচালিত হয় রূহের ওপর এবং শরীর তার অনুগামী।

- কিয়মাত সংঘটিত হওয়ার আগে অনেক বিশেষ আলামত ও চিহ্ন প্রকাশ পাবে।

- তার কিছু নিদর্শন ছোট এবং তা সংঘটিত হয়ে গেছে। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা এবং তাঁর মৃত্যু ও তাঁর

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[اَلْإِيْمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ]

তাকদীর ও ফয়সালার ওপর ঈমান

- ঈমানের অন্যতম আরেকটি রুকন হলো, তাকদীর ও ফয়সালার ভালো-মন্দ এবং মিষ্টতা ও তিক্ততার ওপর ঈমান আনয়ন করা। আরও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে। তাঁর ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।

- তাকদীরের মূলকথা হলো, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে এটা তাঁর একটি গোপন বিষয়, তিনি তাঁর বান্দাগণের নিকট থেকে তার (তাকদীরের) 'ইলম' বা জ্ঞানকে লুকিয়ে রেখেছেন এবং তাদেরকে তা জানার চেষ্টা করতে নিষেধ করেছেন।

- **তাকদীরের প্রতি ঈমানের চারটি স্তর:**

  প্রথমত: আল্লাহর জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যিনি অবগত আছেন যা হয়েছে, যা হবে এবং যা হয়নি, যদি হয় তা কীভাবে হবে; যিনি জানেন তাঁর সৃষ্ট মানুষের হৃদয় যা লুকিয়ে রাখবে এবং যা প্রকাশ করবে। আরও জানেন তাদের অবস্থাদি ও তাদের কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে, যেখানে তারা পৌঁছাবে।[২৭] অতঃপর তিনি তাদেরকে বের করে আনেন এ

---

২৭. কারণ, এটি তাঁরই নির্ধারণ। বান্দার জন্য তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন কে ঈমান আনবে আর কে ঈমান আনবে না। আরও নির্ধারণ করেছেন কে সুস্থ থাকবে আর কে অসুস্থ থাকবে। আরও নির্ধারণ করেছেন কার রিযিক কেমন হবে। এগুলোতে মানুষের কোনো কিছু নেই। কারণ তখনও মানুষের অস্তিত্বই আসেনি। কারণ,

১- তাকদীর আল্লাহর রুবুবিয়াতের অংশ। রুবুবিয়াতের কোনো কিছুতে সৃষ্টির কোনো হাত নেই। তার নির্ধারণে কোনো যুলুম নেই, তার নির্ধারণে শুধু ইনসাফ ও দয়া-দাক্ষিণ্যই বিদ্যমান। তিনি যাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করেছেন সেটি

তৃতীয় অধ্যায়

[نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ وَنَوَاقِصُهُ]

ঈমান বিনষ্টকারী ও হ্রাসকারী বিষয়সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[مَعْنَى الْكُفْرِ وَأَقْسَامُهُ]

কুফরের অর্থ ও প্রকারভেদ

- কুফর সাব্যস্ত হবে ঈমান বিনষ্টকারী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে। সাধারণত এসব কর্মকাণ্ডকে কুফরীতে নিক্ষেপকারী গুনাহ বলা হয়। সেগুলো হলো: এমন কিছু কথা, কিছু কর্ম ও কিছু বিশ্বাস যেগুলোর ব্যাপারে শরী'আত প্রবর্তক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এগুলো ঈমানকে নষ্ট করে দেয় এবং জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থানকে অপরিহার্য করে দেয়।

- (বড় শির্ক, বড় কুফর ও বড় নিফাক ছাড়া) যাবতীয় গুনাহ ও পাপরাশি ঈমানকে কমিয়ে দেয়, কিন্তু তাকে নষ্ট করে দেয় না।

- 'কুফর' অর্থ ঈমান না থাকা, আর তা যেমনিভাবে বিশ্বাস ও কথার দ্বারা হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে কাজের দ্বারাও হয়ে থাকে, চাই সে কাজটি অন্তর দিয়ে করা কোনো কাজ হোক অথবা শরীর দিয়ে আদায় করা কোনো কাজ হোক।

- যেমনিভাবে কাজের মাধ্যমে কুফরী হয়, ঠিক তেমনিভাবে কোনো কাজ ছেড়ে দেয়া ও কোনো কাজ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশের দ্বারা এবং সন্দেহ ও সংশয় দ্বারাও কুফরী হতে পারে।

- 'কুফর', 'শির্ক', 'ফিসক' ও 'যুলুম'— এ শব্দগুলো শরী'আতের পারিভাষায় যখন ব্যবহার করা হবে তখন এগুলোর দ্বারা,

  ❖ হয় উদ্দেশ্য হবে বড়টি (বড় কুফর, বড় শির্ক, বড় ফিসক ও বড় যুলুম)। অথবা

  ❖ না হয় উদ্দেশ্য হবে ছোট (ছোট কুফরী, ছোট শির্ক, ছোট ফিসক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[ضَوَابِطُ إِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ]

শরী'আতের বিধান প্রয়োগ করার নীতিমালা

- কুফর ও কাফির বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টি একটি শরী'আতী বিধান। এ উভয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।

- যে ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সাব্যস্ত হবে, তা কোনো প্রকার সন্দেহের দ্বারা বিলীন বা বিলুপ্ত হবে না, আর সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করা ইসলামকে সুস্পষ্ট কুফরী ব্যতীত বিনষ্ট করা যায় না।

- আর কাফির, ফাসিক অথবা বিদ'আতপন্থী বলে সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ভুল করার চেয়ে এসব (কাফির, ফাসিক অথবা বিদ'আতপন্থী) বলে আখ্যায়িত না করার ব্যাপারে ভুল করাটা অনেক বেশি সুবিধাজনক।

- দুনিয়াতে শরী'আতের বিধি-বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে বাহ্যিক অবস্থা ও শেষ বিষয় বা কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ঈমানের বিষয়টি প্রকাশ করবে, তাকে ঈমানদার বলে সিদ্ধন্ত দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ঈমানের বিপরীত কিছু প্রকাশ করবে, তাকে অবিশ্বাসী বলে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। আর অন্তরের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের দায়িত্বটি ন্যস্ত থাকবে গায়েবী জগতের বিষয়ে সুবিজ্ঞ আল্লাহর ওপর।

- সুনির্দিষ্ট করে নয়, বরং সাধারণ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তিগণের ব্যাপারে জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করা থেকে নাজাতের বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হবে এবং কাফির ও নাস্তিক সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জাহান্নামে স্থায়ীভাবে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[أَنْوَاعُ النَّوَاقِضِ وَأَقْسَامُهَا]

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের প্রকার ও শ্রেণিবিভাগ

- ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো কখনো হয় অন্তর দিয়ে অথবা হয় কথায় অথবা হয় কাজে।
- সে বিষয়গুলো আবার চার ভাগে বিভক্ত:
  - প্রথমত, তাওহীদ ও আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপারে ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়।
  - দ্বিতীয়ত, নবুওয়াতের ক্ষেত্রে ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়।
  - তৃতীয়ত, গায়েব তথা অদেখা বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়।
  - চতুর্থত, বিভিন্ন বিষয়ে ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়।
- তন্মধ্যে তাওহীদের ক্ষেত্রে অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মধ্য থেকে,
  - কিছু বিষয় আছে যা অন্তরের বিশ্বাসের বিরোধী,
  - কিছু বিষয় আছে অন্তরের কথার বিরোধী;
  - আবার কিছু বিষয় আছে যা অন্তরের কাজের বিরোধী।

তাওহীদ সম্পৃক্ত অন্তরের বিশ্বাস বিনষ্টকারী বিষয়গুলো হলো:

- 'রুবুবিয়্যাত' এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর কোনো সৃষ্টির মাঝে শির্কের সম্পর্ক স্থাপন করা; যেমন- সৃষ্টি,

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[نَوَاقِصُ الْإِيْمَانِ]

ঈমান হ্রাসকারী বা ঘাটতিকারক বিষয়সমূহ

- **আর ঈমান হ্রাসকারী বিষয়সমূহ:** (আর তা হচ্ছে এমন) কথামালা, কার্যাবলি ও বিশ্বাসসমষ্টি— শরী'আত প্রবর্তক সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন যে, এগুলোর দ্বারা ঈমান কমে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায় না।

- **আর ঈমান হ্রাসকারী বিষয়সমূহ,** যেমন- ছোট শির্ক, কবীরা ও সগীরা গুনাহসমূহ।

- আর ছোট শির্ক (اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ) হচ্ছে: এমন পর্যায়ের শির্ক, কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্যের মধ্যে যা শির্ক নামে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা বড় শির্ক (اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرُ)-এর সীমানায় উন্নীত হয়নি। কারণ, তা বড় শির্কের মাধ্যম বা উপলক্ষের মতো।

- আর যেমনিভাবে বড় শির্ক (اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرُ) সকল আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। ঠিক তেমনিভাবে 'শির্কে আসগার' (ছোট শির্ক) সকল আমল নষ্ট করে না; বরং তার সাথে সংশ্লিষ্ট আমলটিকে নষ্ট করে দেয়।

- আর ছোট শির্ক ও বড় শির্ক -এর মাঝে কতগুলো বিষয় দ্বারা পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। যেমন-

  - ছোট শির্ক এর ব্যাপারে শরী'আতের সুস্পষ্ট বক্তব্য। উদাহরণত: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

    «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»

    "আমি তোমাদের ব্যাপারে যেসব বিষয়ে ভয় করি, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো ছোট শির্ক।"(৩৩)

৩৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৩৬৩৬।

চতুর্থ অধ্যায়

[مسائل متفرقات]

বিবিধ মাসআলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

[عَقِيْدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيْ آلِ الْبَيْتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ]

আলে বাইত রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আকীদা

- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন হলেন তারা, যাদের জন্য সাদকা গ্রহণ করা হারাম। তারা হলেন- আলী, জা‘ফর, ‘আকীল ও ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমের পরিবার-পরিজন এবং হারেছ ইবন আবদিল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর সন্তানগণ।

- আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী পবিত্রা স্ত্রীগণও আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তারা দুনিয়াতে ও সর্বোচ্চ জান্নাতে তাঁর একান্ত প্রিয় সঙ্গীনী। তারা হলেন মুমিনগণের জননী, যাদের থেকে আল্লাহ সকল প্রকার পঙ্কিলতা দূর করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেছেন সকল প্রকার কলুষতা ও অপবিত্রতা থেকে; বিশেষ করে খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আমৃত্যু সংসার করেছেন। কারণ, তিনি তাঁর বর্তমানে আর কোনো বিয়ে করেননি। আর আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা, তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কেউ বিয়ে করেননি।

- আর তাঁর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত হলেন: যাদেরকে তিনি পোশাক বা আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করেছেন। তারা হলেন- আলী ও ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন এবং তাদের বংশধর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম আজমা‘ঈন।

- তারা হলেন শ্রেষ্ঠতম পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ এবং পবিত্রতম বংশধর, মর্যাদাবান গৌরবময় পরিবার ও বংশগতভাবে সবচেয়ে সম্মানিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[عَقِيْدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ]

সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাতের আকীদা

- সাহাবীগণ হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী এবং আল্লাহর নিকট আল্লাহর নবীগণের পরে সবচেয়ে পছন্দনীয় সৃষ্টি।

- ঈমানের দিক থেকে তারা হলেন অগ্রগামী পূর্বপুরুষ এবং তারা হলেন রহমানের সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ।

- তাদেরকে ভালোবাসা (আল্লাহর) আনুগত্য ও ঈমান এবং তাদেরকে ঘৃণা করা নিফাকী ও সীমালঙ্ঘন।

- তারা হলেন এ উম্মতের মধ্যে মনের দিক থেকে সবচেয়ে সুহৃদ ও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন, ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী, জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, সবচেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতা প্রিয়, (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহচর্য ও সহযোগিতার দিক থেকে তারা অনেক দূর এগিয়ে এবং তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রত্যয়ন ও প্রশংসার দ্বারা তাঁরা মহান মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন।

- তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে, পুরস্কারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এবং পরিমাপকের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হলেন সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু, তারপর হলেন 'ফারুক' নামে প্রসিদ্ধ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু, আর এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবে'ঈন মুমিনগণের পক্ষ থেকে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে।

- অতঃপর যুন-নূরাইন 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। তারপর আলী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[اَلْوَاجِبُ نَحْوَ الْعُلَمَاءِ]

আলেমগণের প্রতি করণীয় আবশ্যকীয় কর্তব্য

- আল্লাহওয়ালা দীনের কাণ্ডারী আলেমগণ হচ্ছেন, সৎ দায়িত্বশীল এবং সত্যবাদী দা'ঈ তথা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী।

- তারা হলেন জনগণের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয়কারী ব্যক্তি এবং তাঁর শরী'আত ও হেদায়েতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ, আর তারা হলেন আল্লাহর বন্ধু এবং নবীগণের উত্তরাধিকারী, তারা হলেন আহলুল হাদীস তথা হাদীস ও সুন্নাহ'র ধারক ও বাহক এবং সাথে সাথে বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। আবার তারা হলেন আনুগত্যপরায়ণ ও আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত ব্যক্তিবর্গ। বিশুদ্ধ মতে, তারাই হলেন উলুল আমর বা দীনী নেতৃবৃন্দ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

- তারা হলেন উম্মতের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা বা প্রতিনিধি এবং যখন তাঁর কোনো সুন্নাতের মৃত্যু ঘটে তখন তারা তাকে পুনর্জীবিত করেন, আর পথভ্রষ্টকে সঠিক পথের দিকে ডাকেন এবং তাদের (উম্মতের) পক্ষ থেকে দেয়া কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করেন।

- কিতাব তথা আল-কুরআন তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর তারাও আল-কুরআন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন তাদের কথা বলেছে এবং তারাও কুরআন নিয়ে কথা বলেছেন।

- সৎকাজে তাদের আনুগত্য করা আল্লাহ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর তিনি তাদেরকে সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে দস্তখতকারী হিসেবে অভিষিক্ত করেছেন।

- বিপর্যয়ের সময় তাদের কর্মকাণ্ডই কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল। আর গুরুত্বপূর্ণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[الْإِمَامَةُ]

শাসক

- প্রধান ইমাম তথা শাসক নির্ধারণ করা ফরযে কিফায়া।[৪০] যা কুরআন-সুন্নাহ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত।

- আর 'ইমামত' তথা নেতৃত্ব হচ্ছে জনতা ও ইমামগণের মধ্যকার এমন এক চুক্তির নাম, যা দীন দেখাশুনা ও দুনিয়া পরিচালনা করার ব্যাপারে নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সম্পাদিত হয়।

- নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের দ্বারা অথবা (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ তথা) সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ করার দ্বারা অথবা পূর্ববর্তী শাসকের নির্দেশনা দ্বারা, আর যে জোর করে ক্ষমতা দখল করে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সৎকাজে তার আনুগত্য করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

- জাতির কল্যাণে তার শাসকগণের দায়িত্ব হলো,
  - তাদেরকে শরী'আতের আলোকে শাসন করা,
  - তাদের আকীদা-বিশ্বাসের হিফাযত করা,
  - তাদের ঐক্য রক্ষা করা,
  - সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের মত আবশ্যকীয় বিধান প্রতিষ্ঠিত করা,

৪০. অর্থাৎ ন্যূনতম পক্ষে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির ওপর তা ফরয, তারা না করলে সকলে মিলে হলেও তা করতে আদিষ্ট।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[اَلْمَوْقِفُ مِنَ الْاِبْتِدَاعِ وَأَهْلِهِ]

বিদ'আত ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে অভিমত

- দীনের মধ্যে প্রত্যকটি অভিনব জিনিসই বিদ'আত, আর প্রত্যেকটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে।

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ইবাদতকে তাওকীফী বা কুরআন-সুন্নাহর দলীল নির্ভর করা এবং বিদ'আতের সকল উপায় বন্ধ করার তাকিদ দেয়, আরও জোর দেয় এমন প্রত্যেক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যা সুন্নাহ পরিপন্থী।

  কারণ, শরী'আতের অধিভুক্ত হওয়ার বিষয়ের দলীল তো তাই হবে, যা নেককার সাহাবা ও অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণের উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দ্বারা পবিত্র শরী'আত মাফিক হবে।

- আর এ উম্মাতের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং যখন তাঁর কোনো সুন্নাত বিনা বিরোধে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে, তখন কোনো মানুষের কথায় কারও জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়।

- আর বিদ'আতপন্থীরা হলো তারা, যারা শরী'আতের অনুসরণ থেকে পিছিয়ে থাকে। তারা অজ্ঞতা, গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি ও প্রবৃত্তির অনুসারী। তারা অন্যায়ভাবে বিতর্ক করে এবং সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরেও হকের ব্যাপারে তারা ঝগড়া-বিবাদ করে।

- তারা 'সালাফী মানহাজ' তথা পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিগণের রীতিনীতির দুর্নাম করার ব্যাপারে সংঘবদ্ধ এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে শত্রুতা করার ব্যাপারেও ঐক্যবদ্ধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[مُعَامَلَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ]

বিদ'আতের অনুসারীদের সাথে আচার ব্যবহার

- বিদ'আতপন্থী ভিন্ন মত পোষণকারীর সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আচার-আচরণ ও লেনদেন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে:

  - সুতরাং কখনও কখনও তারা (তাদেরকে) সঠিক বিষয়টি বর্ণনা করে দেন এবং নিরপেক্ষভাবে উপদেশ প্রদান করেন।

  - আবার কখনও কখনও তারা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও কোমল ব্যবহার করেন।

  - আবার কখনও কখনও ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা তাদেরকে বর্জন ও এড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন করেন।

আর এ তিন ধরনের ব্যবহার হয়ে থাকে স্বয়ং বিদ'আতের স্তর বা মানের তারতম্য ও বিদ'আতপন্থীদের অবস্থার বিভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভালো ও মন্দ অনুযায়ী। কারণ, এর প্রতিটি বিষয় শরী'আতসম্মত রাজনীতি বিষয়ক এমন সব মাসআলার অন্তর্ভুক্ত, যেসব মাসআলা ভালো ও কল্যাণ অর্জন, তার পরিপূর্ণতা বিধান এবং মন্দ ও অকল্যাণসমূহ প্রতিরোধ ও তা কমিয়ে আনার নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

- আর তাঁরা প্রথম অবস্থাতে মনে করেন যে, বিদ'আতপন্থী ভিন্ন মত পোষণকারী ব্যক্তি দাওয়াত পাওয়ার উপযুক্ত— সুকৌশল অবলম্বনে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে এবং তারা সঠিক পথে ও সুন্নাহ'র আলোর দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[اَلدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْجِهَادِ]

আল্লাহর দিকে আহ্বান, সৎকাজের নির্দেশ ও জিহাদ

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, সৎকাজের আদেশ করা এবং জিহাদ করা নৈকট্য অর্জন করার অন্যতম মহান উপায় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর তা হলো নবীগণের মিশন এবং পছন্দনীয় লোকগণের পথ, আর এসব কারণেই তারা ব্যয় করেছেন জীবন ও মূল্যবান সম্পদ এবং মুক্ত হস্তে দান করেছেন বেশি দামী ও কম দামী সকল কিছু।

- আর তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের দাওয়াত দেয়া, আদেশ করা, নিষেধ করা ও জিহাদ করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, জনগণকে ঈমান গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা, তাদেরকে এক আল্লাহর গোলাম বানানো এবং মানুষের গোলামি থেকে বের করে মানুষের রব্বের গোলামে পরিণত করা, আর বিশ্বকে বিশৃঙ্খলামুক্ত করা এবং রাষ্ট্র ও জনগণের ওপর শরী'আতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

- তারা তাদের দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করেন কতগুলো শক্তিশালী মূলনীতি ও স্থায়ী ভিত্তির ওপর। তারা দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণত নবীগণের হিদায়াতের অনুসরণ করেন, আর বিশেষ করে নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের নীতি অবলম্বন করেন।

- তারা তাওহীদ ও ইখলাস (একনিষ্ঠতা) বাস্তবায়ন করেন।

- তারা সালাফ তথা পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিবর্গ ও তাদের আছার[৪৩] বা পদাঙ্ক

৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈনে ইযাম ও আয়েম্মায়ে দীন এর কথা ও কাজের বর্ণনাকে 'আছার' বলা হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[اَلْحِرْصُ عَلَى الْوَحْدَةِ وَالْإِئْتِلَافِ وَنَبْذُ الْفُرْقَةِ وَالْإِخْتِلَافِ]

ঐক্য ও সংহতি কামনা করা এবং বিভেদ ও অনৈক্যকে প্রত্যাখ্যান করা

- নিশ্চয় সুন্নাত ঐক্য ও সংহতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমনিভাবে বিদ'আত বিভেদ ও অনৈক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হলেন তারা, যারা আল-কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেছেন, সকলে মিলে বাণীতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন ও কার্যকর করেছেন।

  সুতরাং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত গোঁড়ামী করে না,

  - কোনো জাতীয়তাবাদী পতাকার জন্য অথবা

  - আঞ্চলিকতার আহ্বান নিয়ে,

    আর তারা গোটা মুসলিম জাতির স্বার্থের উপরে কোনো দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় না।

- তারা বিশ্বাস করেন যে, জাতির কল্যাণ কামনায় উপদেশের অন্যতম আমানত হলো, ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করা, ঐক্য ও সংহতি কামনা করা এবং বিভেদ ও অনৈক্যের ব্যাপারে নিষেধ করা।

- বিরোধ সংঘটিত হওয়া একটি প্রাকৃতিক বাস্তবতা, আর তার কারণগুলো পরিহার করার মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং দীনের স্বার্থে সতর্কতাস্বরূপ তার থেকে বেরিয়ে আসা শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।